SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

তাম্রলিপ্ত, প্রাচীন ভারতের কিংবদন্তী বন্দর-নগর

Sanjib Pradhan
Assistant Teacher
Kuraria Kanuchak Primary School
Paschim Medinipur, West Bengal, India
Email: sanjibpradhan2000@gmail.com

Abstract: প্রাচীন ভারত, শুধু ভারতীয়দের কাছে নয় বরং সমগ্র বিশ্বের কাছে ছিলো স্বপ্নময় জগৎ। প্রাচীন ভারত তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, প্রযুক্তি, অধ্যাত্ম, বহির্বাণিজ্য, রহস্যবাদিতা, সাহিত্য সমস্তক্ষেত্রে ছিলো বিশ্বে অদ্বিতীয়। ভারতের অতীত চর্চায় সেই গৌরবময় অতীতের অগণিত কাহিনী এখনো মৃত্তিকার অবগুণ্ঠনে নতুবা অতিসীমিত পরিসরে আমাদের কাছে বর্তমান। তাম্রলিপ্ত, তেমনি এক বন্দর শহর যেটি বর্তমানে পশ্চিবঙ্গের তমলুক শহর সংলগ্ন রূপনারায়ণ নদীর (হুগলীর উপনদী) তীরে অবস্থিত। যেখান থেকে শত শত বছর ধরে বাণিজ্যতরী পাড়ি দিত প্রাচীন শ্রীলংকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, তিন মহাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত রোম সাম্রাজ্য কিংবা আফ্রিকা, সুদূর এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। শুধু এতেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা তাম্রলিপ্তের গৌরব, তার সাথে এটি ছিলো ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এখান থেকে যেমন বৌদ্ধ সংস্কৃতির বহু নিদর্শন মিলেছে, তেমনি মিলেছে জৈন ও হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন।

Keywords: তাম্রলিপ্ত, ভৌগোলিক স্থিতি, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাপ্তি, মুদ্রা ও অভিলেখ, বৌদ্ধ ধর্ম, বহুদেশীয় বাণিজ্য

সূচনা: তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) ছিলো, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যবাহী বন্দর নগর। তাম্রলিপ্তের উল্লেখ বিভিন্ন সাহিত্যতে মেলে, যেমন— বৌদ্ধ সাহিত্য, জৈন সাহিত্য, চৈনিক পরিব্রাজকদের লেখায়, গ্রিক লেখক ও ইতিহাসবিদদের রচনায় স্থানীয় কিংবদন্তীতেও এর উল্লেখ মেলে। ইতিহাসে তাম্রলিপ্ত, খ্রিস্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে প্রায় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বন্দর রূপে বিখ্যাত ছিলো (Akhtar and Idris 2022, 2)। যা প্রাচীন ভারতের সাথে বাকি বিশ্বের বাণিজ্যিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

ভৌগোলিক স্থিতি: পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শহর থেকে 85 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত রূপনারায়ণ নদীর তীরে, প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগর গড়ে উঠেছিলো। এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে সুবর্ণরেখা, ও পূর্বে রূপনারায়ণ নদী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে গড় উচ্চতা 7মিটার (23ফুট)। দণ্ডির লেখা দশকুমারচরিত থেকে জানা যায়— তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ জনপদের অংশ ছিলো। বাংলার মেদিনীপুর জেলার, তমলুকের সমান ছিলো। যা রূপনারায়ণ ও হুগলি নদীর সঙ্গম স্থল থেকে 12মাইল দূরে অবস্থিত ছিলো (Law1954, 253)। কালিদাসের লেখা, রঘুবংশ (IV.38) থেকে জানা যায় যে তাম্রলিপ্ত, কপিসা নদীর তীরে স্থিত ছিলো। তাম্রলিপ্ত দ্রোণীমুখ শ্রেণীর সমুদ্র বন্দর ছিলো, যা নদী ও সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে গড়ে উঠেছিলো (Chandra 1977, 159)। বর্তমান তমলুক নামটি তাম্রলিপ্ত থেকে নেওয়া হয়েছে (Dey 1927, 259)। অন্যদিকে Smith বলেছেন— মৌর্য সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো যার প্রমুখ অংশ তাম্রলিপ্ত ছিলো (Smith 1962, 171)। সম্রাট অশোক স্বয়ং এই বন্দরে এসেছিলেন। তাম্রলিপ্তের পথ দিয়েই তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন, যা সমকালীন উৎস থেকে জানা যায়। জৈন পাঠ্য বৃহৎকল্পসূত্রভাষ্য থেকে জানা যায় তাম্রলিপ্ত বঙ্গের রাজধানী ছিলো ও সেই সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যর একটি ভুক্তি ছিলো (Chandra 1977,75-76)। বর্তমানে তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর ও পৌরসভা অঞ্চল।

নামকরনের উৎস: তাম্রলিপ্তের নাম মহাভারতের যুগ হতে পরিচিত ছিলো। বিভিন্ন সাহিত্যিক স্রোত ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় খ্রি:পূ: তৃতীয় শতক থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত অন্যতম বন্দর শহর ও বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিলো। তাম্রলিপ্ত, তামালিটস (Majumdar 1963:29, Shastri 1984:438), তামালিট্ট, দামালিপ্ত, তামালিন, তামালিপ্তি, বিষ্ণুগৃহ, স্তম্বপুরা, ভেলাকুলা, তামালিকা, তাম্রলিপ্তকা, তাম্রলিপ্তিকা (Kale 1966:287) নামগুলি প্রাচীন বন্দর নগরী তাম্রলিপ্তকেই নির্দেশ করে। অন্যদিকে অভিধানচিন্তামনি গ্রন্থ হতে জানা যায় দামালিপ্ত, তাম্রলিপ্ত, তামালিনী, স্তম্ভপুরা এবং বিষ্ণুগৃহ নামগুলি ও তাম্রলিপ্তকেই চিহ্নিত করে।

তাম্রলিপ্ত শব্দের উৎস দুটি সংস্কৃত শব্দ তাম্র ও লিপ্ত থেকে, যার সম্মিলিত অর্থ "তামায় পূর্ণ" (Chattopadhyay, 2018)। প্রাচীন বৈষ্ণব রচনাবলী হতে জানা যায়, তাম্রলিপ্ত নাম ভগবান কৃষ্ণ ও সূর্যদেব সম্পর্কিত। কথিতো আছে সূর্যদেব, কৃষ্ণ কে গোপীদের সাথে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেন ও এতে সূর্যের মুখাঅবয়ব তামার মতো রঙ্গিন হয়ে ওঠে। সেখান থেকেই তাম্রলিপ্ত নামের উৎপত্তি। রোমান লেখক, দার্শনিক প্লিনি তাম্রলিপ্তের উল্লেখ করেছেন 'Taluctae' নামে অন্যদিকে গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমী লিখেছেন তাম্রলিপ্ত ছিলো অতি গুরুত্বপূর্ণ নগর ও রাজার আবাসস্থল। কথাসরিৎসাগরে বহুবার তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাপ্তি: Archaeological Survey of India (ASI) ও তার পূর্বের বহু ইতিহাসবিদদের উৎখননে বহু মূলবান প্রাচীন সামগ্রীর সন্ধান মিলেছে। ইটের তৈরি বহু নির্মাণ সামগ্রী যেমন ধার্মিক প্রতিষ্ঠান, দুর্গ, মানববসতি ইত্যাদি যা প্রমান করে সুপরিকল্পিত বাসস্থান, নগর পরিকল্পনা (Chakrabarti, 2001)।

1940 খ্রিস্টাব্দে K. N. Dikshit, T. N. Ramchandran এবং Gurusaday এর খননকার্যে মাটির পাত্র, তামার ঢালাই মুদ্রা, টেরাকোটার বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিলো (Ramchandran, 1951)। লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের Kielhorn ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত red ware ফুলদানি ও স্প্রিংক্কলার জাতীয় বস্তু তাম্রলিপ্ত অঞ্চল থেকে খুঁজে পান (Ghose 1954-1955,19-20)। শ্রী পরেশ চন্দ্র গুপ্তের নির্দেশনায় হওয়া (1945-1955)পর্যন্ত খননকার্যে উত্তরে কালো চকচকে মৃৎপাত্র (NBPW), কালো চকচকে মৃৎপাত্র (BSW), লাল মৃৎপাত্র (RW), টেরাকোটার মূর্তিসমূহ, খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী শিলালেখ, কিছু চিত্রিত বাসন ও মিশ্র লিপিতে উৎকীর্ণ কিংবদন্তী মোহর তমলুক অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে (Mukherjee1990; Ghose1954-1955,23)। উৎখনন কার্য থেকে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি হলো টেরাকোটা পট্টিকা,তামার ঢালাই মুদ্রা, রুলেটেড মৃৎপাত্র, কার্নিলিয়ন এর পুঁতি, গন্ধর্বমণি, jasper (জ্যাফরঙ), কোয়ার্টজ, পদ্মনীলা ও বিভিন্ন রত্ন পাথর (Dasgupta1952-1953)।

গ্রিক ও রোমান অঞ্চলের সাথে তাম্রলিপ্ত বন্দরের (Basham1971,228) পূর্ব ভারতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যর ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিলো। এই বিষয়ে প্রাচীন রোমের সাথে ভারতীয় ক্ষেত্রের বাণিজ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আরবের সমুদ্রপথ হয়ে যেত। ভারতগামী পথে যাত্রীরা লোহিত সাগর ও আরব সাগরের পথ ব্যবহার করতো। তারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগে স্থিত ভারুকচ্ছ বন্দর পার করে আরো পূর্ব দিকে পাড়ি দিতো (Chandra 1977,112-119)।

তমলুকের এই ক্ষেত্রটি বার বার গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এর প্রাচীন ভারতীয় নগরীকরণের ও সমুদ্রবাণিজ্যর জন্যে। হিমাংশু প্রভ রায় উল্লেখ করেন "the archeaeology of ports such as Tamralipta demonstrates the complexity of India's maritime history, where trade, religion, and technology intertwined "(Ray2003, 65).

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র: মসলিন সহ বিভিন্ন ধরনের সুতি বস্ত্র, হাতির দাঁতের তৈরি সামগ্রী, রেশমের তৈরি জিনিস মূল্যবান রত্ন পাথর এবং ভারতীয় মশলা (দারুচিনি, সুগন্ধিত পাতা) রপ্তানি

করা হতো (Chandra 1977, 119)। এটা বিশেষ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিলো, এখান থেকে দেশি-বিদেশী বণিকরা মুক্তো, gangetic nard (এক প্রকার মিশ্রিত তেল) কিনে অন্যত্র বিক্রি করতো (Chandra 1977,126)। The Periplus of the Erythraean Sea গ্রন্থে মূলত পশ্চিম উপকূলের বন্দরের বর্ণনা করলেও পূর্ব উপকূলের বন্দর তাম্রলিপ্তের ও উল্লেখ আছে এবং একই পথ অনুসরণ করতো তাম্রলিপ্ত হতে নির্গত জাহাজ গুলি। Himanshu Prabha Ray এর মতে "the Bay of Bengal emerged as an active space of interaction, and ports like Tamralipta played a pivotal role in shaping this Indian Ocean world"(Ray2003: 87). স্থলপথে উন্নত যোগাযোগ ব্যাবস্থা ও তাম্রলিপ্তের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছিলো। মগধ, কলিঙ্গ ও বাংলার মালবোঝাই যানগুলি পাড়ি দিতো এই বন্দরে, যেখানে— রপ্তানি সামগ্রী, জাহাজে বোঝাই হয়ে দূরদেশে নিয়ে যাওয়া হতো।

ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক তাৎপর্য: জাতক কাহিনী গুলি থেকে জানা যায় সুবর্ণভূমিতে বৌদ্ধ ধর্ম উপকূলীয় অঞ্চলের (তাম্রলিপ্ত) মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল (Tripti and Rao 1944:33-39)। ঐতিহাসিকদের তথ্য অনুযায়ী মৌর্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করতে তাম্রলিপ্তের পথ ব্যবহার করেছিলেন। অন্যদিকে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে শ্রীলংকা গিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে (Bhikku2006:101-110)। W. W. Hunter এর অনুসারে তমলুক ক্ষেত্রের বিস্তৃতি 200মাইল ছিলো আর সেই সময় সমুদ্র তমলুকের কাছে ছিলো। তিনি তাম্রলিপ্তকে একটি বৌদ্ধ বন্দর বলেছেন যেখান থেকে পূর্ব দিকে বাণিজ্য পরিচালিত হতো। তিনি এখানে কিছু বৌদ্ধ মঠের ও উল্লেখ করেন (Hunter 1872: 83)।

বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে পঞ্চম শতকের শুরুর দিকে আসেন, তার লেখায় মেলে, তিনি এখানে দুই বছর বসবাস করেন ও বুদ্ধর জীবন সম্পর্কিত চিত্র অঙ্কন ও লেখালেখি করেন। তিনি 22টি বৌদ্ধ মঠ দেখেন যেখানে নিয়মিত সাধুরা বাস করতেন। (Legge1886: 100)। তিনি 22টি মঠের নাম ও তাদের অবস্থান ও তাদের বিশেষ বিবরণ দিয়েছিলেন। পরে তাম্রলিপ্ত বন্দর হয়ে তিনি শ্রীলংকা পাড়ি দেন। চীনের অপর পারিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাম্রলিপ্ততে দশটি মঠ দেখতে পান যেখানে সর্বস্তিবাদ মতের হাজার ভিক্ষু কে দেখতে পান। রাজধানীর পাশে ছিলো 200ফুট উঁচু স্তুপ, যা অশোক নির্মিত বলে ধরা হতো (Beal 1906:200-201)।

অবক্ষয়ের কারণ: অষ্টম থেকে নবম শতকের মধ্যে অতি দ্রুত তাম্রলিপ্ত তার ঐতিহ্য হারাতে শুরু করে ও কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। তার অসংখ্য কারণের মধ্যে কিছু নিম্নলিখিত— (1) নদীপথের পরিবর্তন ও নাব্যতা হ্রাস। (2)রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, যেমন-গৌড় রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে আইন ও শাসনব্যাবস্থার চরম অবনতি যা মাৎসান্যায় নামে পরিচিত। (Kielhorn 1896-1897, 243) (3) বৈদেশিক আক্রমণ। তাম্রলিপ্ত রূপনারায়ণ নদীর ডান তীরে অবস্থিত ছিলো। রূপনারায়ণ নদীর সাথে সংযোগকারী সরস্বতী শাখাটি সাম্প্রতিক একটি উপগ্রহ চিত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে। সরস্বতী নদী রূপনারায়ণ থেকে দূরে পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত হয়েছিলো ও নতুন একটি প্রবাহের সৃষ্টি করেছিলো। যা তাম্রলিপ্তের অবনতির জন্যে দায়ী। পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও এই অবক্ষয়কে আরো দ্রুত করেছিলো। সপ্তগ্রাম, চন্দ্রকেতুগড়, এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রামের বন্দর রূপে উত্থান ও বড় কারন ছিলো। মধ্যযুগে নতুন নতুন বন্দর গড়ে ওঠে ও মুঘল যুগে তাম্রলিপ্ত, বন্দর রূপে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়।

সামগ্রীক মূল্যায়ন: দারিয়ানের মতে মৌর্য সাম্রাজ্যের অগ্রগতির সাথে সাথে তাম্রলিপ্ত মুখ্য বন্দর রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। প্রত্নতাত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত সামগ্রী রোম সাম্রাজ্যর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে সমর্থন করে (Tripati and Rao, 1994)। কান-তাই (ফু-নান-চুয়ান) উল্লেখ করেছেন চিন ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে নিয়মিত জলপথে বাণিজ্য হতো। এখানকার প্রশাসনিক ব্যাবস্থা

বা শাসকদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি, এমনকি ফা-হিয়েন বা হিউয়েন সাঙ এর মতো পারিব্রাজক যারা এখানে কিছু সময় থেকেছিলেন তারাও কিছু উল্লেখ করেননি। তাম্রলিপ্ত শুধুমাত্র বন্দর নগর ছিলো না— সুদূর পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, সিলন এর সাথে বাণিজ্যিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে পারচালিত করেছিলো। তাম্রলিপ্তের অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান আমাদের প্রাচীন ভারত ও তার সাথে প্রাচীন বিশ্বের সম্পর্ক বুঝতে, জানতে, ও সংরক্ষিত করতে সাহায্য করবে।

References

- Akhtar, S. and H. Idris. Ancient trade corridor Tamralipti and Bengal's glory (200BCE-700CE). Kemansusiaan: The Asian Journal of Humanities, 29(1), 2022
- Law, B.C. Historical geography of ancient India. Paris: Societe Asiatique De Paris. 1954.
- Chandra, M.Ttade and trade routes in ancient India. New Delhi: Abhinav Publications.1977
- Dey, N. L. Geographical dictionary of ancient and medieval India. London: Luzac & Co.1927.
- Smith, V. A. The early history of India. Oxford: The Clarendon Press.
- Sastri, K. A. N. (Ed.)A comprehensive history of India: Volume 2.Calcutta:Orient Longmans. 1984.
- Majumdar, R. C. (Ed.). History of Bengal: Volume 1.Dacca:The University of Dacca.1963.
- Kale, M. R. The Dashakumaracharita of Dabdin. Delhi: Motilal Banarasidass. 1966.
- Chattopadhyay, R. K.The archaeology of coastal Bengal. New Delhi: Oxford University Press. 2018.
- Chakrabarti, K. D. Archaeological Geography of the Ganga Plain: The Lower and the Middle Ganga. Orient Blackswan Publications. 2001.
- Ramchandran, T. N. Tamralipti (Tamluk). Artibus Asiae14(3).1951.
- Ghose, A. Indian archaeology: A review. Delhi: Archaeological Survey of India. 1954-1955.
- Dasgupta, P. C. Recent archaeological explorations to Tamralipti. Modern Review 92:1952-1953.
- Basham, A. L. The wonder that was India. New York: Grove Press Inc.1971.Ray, H. P. The Archaeology of Seafaring in Ancient South Asia. New Delhi: Oxford University Press. 2003.
- Tripati, S. and Rao, S. Tamralipti: The ancient port of India. Studies in History and Culture 2(1).1994.
- Bhikku, J. Prachin Boudha Sobhatar Pithastan-Tamralipta. Itihas Anusandhan-20. Kolkata: Pharma KLM Pvt. Ltd. 2006.
- Hunter, W. W. Orissa: Volume 1.London:Smith, Elder &Co.1872.
- Beal, S. Si-yu-ki: Buddhist records of the western world (Vols. 1&2).London: Trubner & Co.1906.
- Kielhorn, F. Epigraphia Indica and record of the archaeological survey of India. ed. E. Hultzsch. Vol.4. Calcutta: Government of India Central Printing Office. 1896 -1897.
- Tamluk" (https://www.britanica.com/place/Tamluk). Britanica. Retrieved 31March 2025.

——-